Mechatrix

JAN 2022

Presented by

অযান্ত্রিক

Picture courtesy:-
Abhigyan Nayak
3rd Year

Only a night from old to new;
Only a sleep from night to morn.
The new is but the old come true;
Each sunrise sees a new year born.

- ***Helen Hunt Jackson, “New Year’s Morning” (1892)***

From the Coordinator's Desk

'Hard times' mean different things to different people. And coping with hard times is never easy! But as the adage goes, *that which doesn't break you makes you stronger*. Enacting as the Faculty Coordinator of Team ***Ajantrik*** for nearly two years now, I can testify the veracity of this aphorism whenever we get going for a New Issue of ***MECHATRIX***! And, indeed, after a lull period of nearly a year, we are back again with renewed vigour and enviable creativity as the **January 2022 issue** of the Departmental Wall Magazine hits the stands (oops, fills your Inbox)!! Right from the inception stage to final format of the New Year issue, I have observed that the whole Team, through their collective dedication, teamwork, and creativity, have imbibed quite a lot of 'life's lessons' to cope up with difficult times; with the 'ups and downs' that life has to offer to all of us. While adjusting to a drastic change in the teaching-learning methodology over the past two years, these bright, young minds have come to accept 'sometimes life isn't what you want it to be'! In short, they have learned to live with the pandemic, and yet think beyond it!! They have started believing in 'each time you live another day, you become one day further from the painful events that you have been through, and one day closer to a more positive, fulfilling life.' And trust me, readers, as you leaf through the pages that this New Year issue has in offer, you get a glimpse of that indefatigable, indomitable, reckless and vibrant spirit. Through this forward note, I take the opportunity to pen my salutations to all of you... young brave hearts of Team ***Ajantrik***!! Keep shining!!

Sumanta Banerjee

(Dr. SUMANTA BANERJEE)
Faculty Coordinator, "MECHATRIX"

Contents

- ❖ Whisper in the Wind

  (A plethora of Literature)
- ❖ Unheard Voices

  (Stories written though the lens)
- ❖ C/O Canvas

  (Where Colour speaks for you)
- ❖ আগমনীর সুরে অযান্ত্রিক

  (Welcoming New Year)

rawpixel

Whisper in the Wind

The Apple Tree

I tried growing an apple tree this time,
Bought saplings and what not
With care, did I sow to see
Them grow as I had sought.
I watered them and wandered
Around them and tried
To see if they are doing well
Those apples of my eye.
But each time I fondled
The foliage, it curled
All my love and yet they perished, the plantling
Of which I thought the world.

A few days hence, I tried again
To relive my resolve
I ate an apple and sprinkled
The seeds and dissolved
My care and all my concern,
And just let things be,
I visit the crib a few months hence
Where up had sprung a tree.

Jeet Shahi
Alumni 2019

नया साल आया है

फिर एक बार नया साल आया है
उम्मीदों के पिटारे फिर खुलेंगे
सपने और हकीकत आपस में फिर मिलेंगे ।

नया साल तो एक नया तोहफा है
जीवन का नया एक कोरा पन्ना
और अधूरे काम पूरे करने का नया मौका है।

चलो नए साल मे नए यादें बनाते है
पुराने सारे मतभेद से दूर होजाते है
लोग सारे पुराने सही
चलो रिश्ते हम नए से बनाते है।

जो साथ नही उनकी उनकी याद को लिए
और जो साथ होके भी दूर है उनको फिर साथ लिए
जीवन को फिर से जीने का मौका लाया है
फिर एक बार नया साल आया है।

-- Md Hasnuzzaman
Alumni 2019

IMAGE COURTESY : ATIR ALI, 2ND YEAR

Eyes of a Transcending Slave

Driving my rusted vehicle which my father gave me when I passed high school, I went, tearing through the vast pine trees alongside, cutting off the silence in the mountains with the cold whispering of the air around as I accelerated the shaky iron rust in a speed crossing three digits, I lost myself in the midst of the screams of the river beneath the silent roads. Taking off my sunglasses I exposed my naked burnt eyelids for the Sun to embrace and bless with it's warmth. I looked through the other eye, the oceanic blue getting intermingled together as waves hitting boulders on the side beside the gushing water flow, where water melts the rocks all by itself, with simple and consistent efforts running till eternity. I looked around through the black visions covering my mind, searching for the Supreme face, a sign of the Almighty who promised to stay with me when I was giving up on myself in the Church, a while back. The green leaves of Oak, the snowy pines covered with colours of multitudes getting reflected, I looked in the eyes of a hungry bird, and the lambs going out for a walk with their families. I surrendered myself into the depth of unforeseen and unidentifiable knowledge of what lies beyond human understanding, I kneeled down for the power to take over my body.. When the heels flinched in consideration of the consequences of my action, I disobeyed my reasoning and kneeled down, just to see the world around me shaking, turning all red and black, with creatures from the dark and void crawling right through my eyes, peeking inside the only treasure I possessed – My identity . My eyes rolled over. A sense of shiver ran down through my spines before an excruciating pain pulled the brains and bones through the tough hard skins that were suffering the pain of whips for all their life… I didn't give up to open my eyes and see the devil in front of me, as, being born as a slave, I didn't want to share the same sense of dominance under the Fallen Angel, I preferred humans. I fell, inside the river, through the cold waters that connect our Holy River and the Himalayas, I fell, inside a sense of defeat, in the midst of darkness, right in the voice of those gushing waters, I found God, My God… The God that I always looked for, the one who was always dwelling within, while I looked outside… I found my savior, and I named it – Myself.

Sampad Ghosh

2nd Year

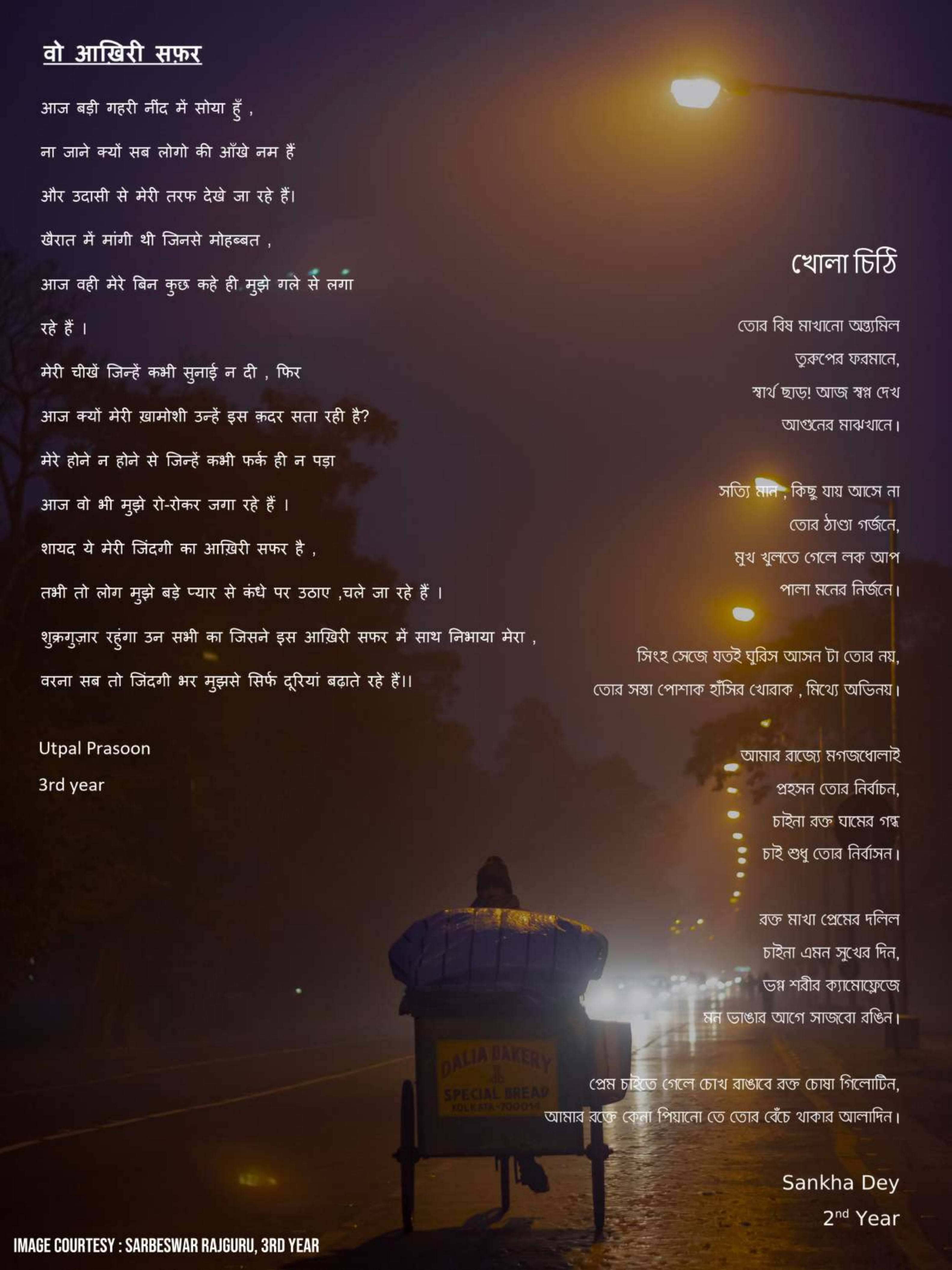

वो आख़िरी सफ़र

आज बड़ी गहरी नींद में सोया हुँ ,

ना जाने क्यों सब लोगो की आँखे नम हैं

और उदासी से मेरी तरफ देखे जा रहे हैं।

खैरात में मांगी थी जिनसे मोहब्बत ,

आज वही मेरे बिन कुछ कहे ही मुझे गले से लगा रहे हैं ।

मेरी चीखें जिन्हें कभी सुनाई न दी , फिर

आज क्यों मेरी ख़ामोशी उन्हें इस क़दर सता रही है?

मेरे होने न होने से जिन्हें कभी फर्क ही न पड़ा

आज वो भी मुझे रो-रोकर जगा रहे हैं ।

शायद ये मेरी जिंदगी का आख़िरी सफर है ,

तभी तो लोग मुझे बड़े प्यार से कंधे पर उठाए ,चले जा रहे हैं ।

शुक्रगुज़ार रहुंगा उन सभी का जिसने इस आख़िरी सफर में साथ निभाया मेरा ,

वरना सब तो जिंदगी भर मुझसे सिर्फ दूरियां बढ़ाते रहे हैं।।

Utpal Prasoon

3rd year

খোলা চিঠি

তোর বিষ মাখানো অন্ত্যমিল
তুরুপের ফরমানে,
স্বার্থ ছাড়! আজ স্বপ্ন দেখ
আগুনের মাঝখানে।

সত্যি মান , কিছু যায় আসে না
তোর ঠাণ্ডা গর্জনে,
মুখ খুলতে গেলে লক আপ
পালা মনের নির্জনে।

সিংহ সেজে যতই ঘুরিস আসন টা তোর নয়,
তোর সস্তা পোশাক হাঁসির খোরাক , মিথ্যে অভিনয়।

আমার রাজ্যে মগজধোলাই
প্রহসন তোর নির্বাচন,
চাইনা রক্ত ঘামের গন্ধ
চাই শুধু তোর নির্বাসন।

রক্ত মাখা প্রেমের দলিল
চাইনা এমন সুখের দিন,
ভগ্ন শরীর ক্যামোফ্লেজে
মন ভাঙার আগে সাজবো রঙিন।

প্রেম চাইতে গেলে চোখ রাঙাবে রক্ত চোষা গিলোটিন,
আমার রক্তে কেনা পিয়ানো তে তোর বেঁচে থাকার আলাদিন।

Sankha Dey

2nd Year

IMAGE COURTESY : SARBESWAR RAJGURU, 3RD YEAR

ভালোবাসার শহর

কথায় বলে ভালোবাসার শহর, ছোট্টো মনের নিস্পাপ ধারনায় প্রথম ভাবনা ছিল সেই শহরে বুঝি কোনো হিংসা, মারামারি, অশ্রদ্ধা, ভেদাভেদ,,,, বিভিন্ন রকম মনখারাপ এর জিনিসপত্তর বোধহয় প্রবেশ করতে পারে না, আবার কোনো নিশ্চুপ রোমান্টিক বিকেলে মনে হয়েছে ভালোবাসার শহর মানে যেখানে প্রেমের কোনো পরিসীমা নেই, নেই কোনো প্রেমের বাধা, আরও কত রকম খামখেয়ালি চিন্তাভাবনা সেই শহর নিয়ে, তার কোন সীমা পরিসীমা নেই, কল্পনার সদ্যোজাত হৃদয়ে ভালোবাসার শহর নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই, তবে সেই শহর নিয়ে বাকিদের প্রশ্ন করলে জবাবে হতাম শুধুই হাসির খোরাক, তেমন কিছুই নেই শেখানে আলাদা করে, তাহলে কেন এই অদ্ভুত নাম, জিজ্ঞাসু মন সেই উত্তরের নেশায় দিন গুনতে থাকে কবে সেই শহরের উদ্দ্যেশে রওনা দেবে, আর ভালোবাসার সমুদ্রে ডুব দেবে অজানাকে জানার অতল গভীরে, ...

বিভিন্ন সব মনগড়া কাহিনী তে, আর একলা কল্পনার মরুভূমিতে, ভরে উঠছিল সেই কৈশোরি পিপাসু মন, অবশ্য যৌবনে পা দেবার সাথে সাথে সেই কল্পনার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে গেছিলাম অনেকাংশে, বাস্তবিক জীবন গিলে নিল আমার কল্পনার প্রেমের শহর কে, বুঝলাম ভালোবাসার শহরকে অন্যান্য শহরের থেকে তাকে পৃথক করেছে তার ওই নাম টুকুই, অন্যান্য শহরের মতই ভালোবাসা মিলে মিশে একাকার হয়নি এই ভালোবাসার শহরে, এখানেও হাজার টা মানুষ প্রেম, ভালোবাসা বিসর্জন দিয়ে মিথ্যে সমাজের কাছে "ভদ্র মানুষ " সাজার অভিনয়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে, আর যারা এই নিছক অভিনয়ের গন্ডি ভেঙে ভালোবাসা কে আপন করার চেষ্টা করেছে, সমাজ রক্ষাকারী বাহিনী তাদের কলঙ্কিত উপাধি দিয়েছে, আর এই উপাধি গায়ে না মাখা মানুষ কে বর্জন করেছে তাদের নিজস্ব পরিবার পরিজন রা, একসময় যাদের বক্তব্য "আমরা আমাদের সন্তানের সুখ চাই" সমাজের ঘেরাটোপে তাদের "সুখ" শব্দটির মূল মানে পরিবর্তন করতে হয়েছে,...এখানেও যে ভালোবাসার মানুষের বড্ড অভাব, আচ্ছা তাহলে সত্যিই কী ভালোবাসার শহর বলে কিছু হয় না? এটাও কী একটা মিথ্যে সমাজের মিথ্যে কল্পনার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া একটা শহর মাত্র? যাকে খুজতে যাওয়া মানে সমাজের গন্ডি পেরিয়ে কলঙ্কিত উপাধি নিয়ে, পরিবারের কাছে নিষ্কাশিত হয়ে একটা নিরলস প্রচেষ্টা নাকি সবার গোপনে মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই শহরের জাগরণ ঘটিয়ে একটি অসীম সাগরে ডুব দেওয়ার প্রচেষ্টা I

Sanchita Banerjee
2nd Year

।।পুলওয়ালামা ও একটি অমোঘ প্রেম।।

পাল্টাচ্ছে ইতিহাস,
আকাশ তো নয় আজ নীল।
চির সাদা শান্তির দেশ!
লাল রক্তও আজকে সামিল।

নীল সামিয়ানা আজ রক্তস্পর্শ মেখে মত্ত লালের নেশায়,
ভেবেছো কি যুদ্ধে যুদ্ধই জিতবে , হার যে মানবিকতায়।
বুদ্ধও হবে ফেরার....

নতজানু বুদ্ধ!
রাস্তার মোড়ে পরে তার থুবরে গিয়েছে মুখ,
বিধাতার নীল আকাশে রক্তের লাল ছিটে ঢেকেছে সব দুঃখ সুখ।
তাই বুদ্ধের চিৎকার পাখিদের ডানাতে যাচ্ছে ঘরে ফিরে
এভাবেই বেঁচে থাক দিন শেষে স্নিগ্ধতা হারানো পাখির নীড়ে।

পাল্টাচ্ছে ইতিহাস,
পৃথিবী কোথায় সবুজ ?
স্নিগ্ধতা পলাতক আজ।
আবেগ যে বড্ডো অবুঝ!

অবুঝ জাতীয়তা রক্তের স্বাদ মিশে মত্ত মৃত্যু নেশায়,
ভোরের আজানে ভাসা ছেঁড়া ফাটা শান্তির মরণ আজ এই খেলায়।
বুদ্ধও আজকে ফেরার!

নতজানু বুদ্ধ,
রাস্তার মোড়ে পরে তার থুবড়ে গিয়েছে মাথা,
বুদ্ধের জীবনেতে রক্তের লাল ছিটে, শোকে স্তব্ধ গল্পগাথা।
তাই বুদ্ধের হাহাকার গান হয়ে পাখিদের যাচ্ছে ঘরে ফিরে,
এভাবেই বেঁচে থাক দিন শেষে স্নিগ্ধতা হারানো পাখির নীড়ে।

Sankha Dey
2nd Year

বাড়ি

-ভাইইইইইইই...ছুটিইইইইইইইইইই
-হ্যাঁ...ভাই অনেক দিন পর ছুটি।
-উফফফ্...এই শয়তান বসটা সেই জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত একদিনও ছুটি দেয়নি।তবে গোটা অক্টোবরটা দিল বেশ লাগছে।

-হুম্...অনেক দিন পর বাড়ি যাব। কালীপুজো ভাই ফোঁটা কাটিয়ে ফিরব।
-শোন না...তোর বাড়িতে তো শুধু তুই তোর মা আর বাবা থাকিস তোর bore লাগবে না??তার চেয়ে চল ক'দিন নিজের বাড়ি থেকে নিয়ে তারপর আমাদের গ্রামের বাড়ি যাবি ওখানে দূর্গা পূজা হয়। আমরা সবাই থাকব জমিয়ে মজা হবে।
-নাহ্ রে...পূজোর সময় আমি বাড়িতে থাকতেই ভালোবাসী পূজো মিটলে একদিন না হয় বিজয়া করতে যাব।

-গিয়ে তো আবার ফিরে আসবি। আমার তো পূরো plan পূজোর চারদিন আমি গ্রামের বাড়ি তারপর লক্ষীপূজোর দিন বন্ধুদের সাথে দার্জিলিং এরপর আরো জায়গা ঘুরে ভাই ফোঁটা মিটিয়ে ফিরব। আর দেখ তুই কেমন বলছিস বাড়িতে থাকবি তাও যদি তোর ভাই-বোন থাকত কথা ছিল।
-আরে পাগল ভাই-বোন নেই তো কি হয়েছে? বাবা-মা আছে সবচেয়ে বড় কথা ওটা আমার নিজের বাড়ি।

-কি বাড়ি বাড়ি করছিস? এমন করছিস যেনো কতদিনের emotion সারাজীবন ঘুরে ঘুরে কাঁটিয়ে তো প্রায় বড় হয়ে ওখানে গেছিস।কি মজা পাস বলতো?
-শুনবি কি মজা পাই?
-হ্যাঁ শোনা...

(চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শুরু হল)
কৈশোরের প্রাক্কালে প্রবেশ আমার ওই বাড়িতে (একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে) নিজের বাড়িতে।বাবা-মা আমার তিনজনের সংসার। হ্যাঁ সেই আমার বোঝা সত্যিকারের সংসারের মানে।মায়ের হাতের রান্না বাবার স্নেহ ছোটখাটো ঝগড়া এইসব নিয়েই ছিল আমাদের তিনজনের ছোট্ট জগত।

-থাম তো আমাদের সংসারের ও একই গল্প।নতুন কি আছে বল? এখানে এসে ও বলিস বাড়ি মিস করি। এই সমুদ্রের জলেও তোর মন ভেজে না।খালি বাড়ি যাব বাড়ি যাব করিস।কি আছে বলতো?
-এখন যদি বলিস কি আছে? তাহলে বলব ওই বাড়িতে আমার কৈশোর আছে নিজের হাতে সাজানো ঘরের একটা ছোট্ট কোণা আছে, বারবার বারণ করার পরেও মায়ের তৈরি করা বড়া মুখে ঢুকিয়ে গরমে হুস হুস করার ছেলেমানুষী আছে,রাতে খাওয়ার পরেও বাবার আনা মিষ্টি খাওয়ার জন্য চিল চিৎকার আছে, সামান্য বিষয় নিয়ে মায়ের সাথে ঝগড়া করার স্মৃতি আছে রোজ রাতে কোলবালিশ আর কম্বল নিয়ে কাড়াকাড়ি করার ইতিহাস আছে, আমার আর বাবার শীতের রাত জেগে সিনেমা দেখা, খেতে বসে মাটিতে খাওয়ার পড়লে তার দোষ বাবার উপর চাপিয়ে দেওয়ার গল্প আছে, নিজের চিন্তা ভাবনা প্রতিটা কবিতা প্রতিটা গল্পের প্রথম যে'দুজন শ্রোতা ছিল ওই বাড়িতে তারা আছে।ওই বাড়ির প্রতিটা ইটে প্রাণ আছে আমার কৈশোরের খামখেয়ালি আছে ছোটখাটো ভুল আছে।ওই বাড়িতে আমার দুজন প্রাণ ভ্রোমরা আছে।ওই বাড়ির ছাদে আমার মনখারাপের বিকেল আছে সামনে শান্ত গঙ্গা আছে। তোদের সমুদ্র তো গর্জন করে সবাইকে চুপ করাতেই ব্যস্ত আমার গঙ্গা ঠান্ডা মাথায় সমস্যার সমাধান করতে রত।বুঝলেন স্যার দিনের শেষে ওটা আমার নিজের বাড়ি আর ওই বাড়িতেই আমি শান্তির খোঁজ পাই। কখনও সময় পেলে ঘুরে যাবেন কথা দিচ্ছি মন্দ লাগবে না।
-ক্ষমা কর মা।যাহ্ বেটি জিলে আপনি জিন্দেগী।

Koushik Debnath
3rd Year

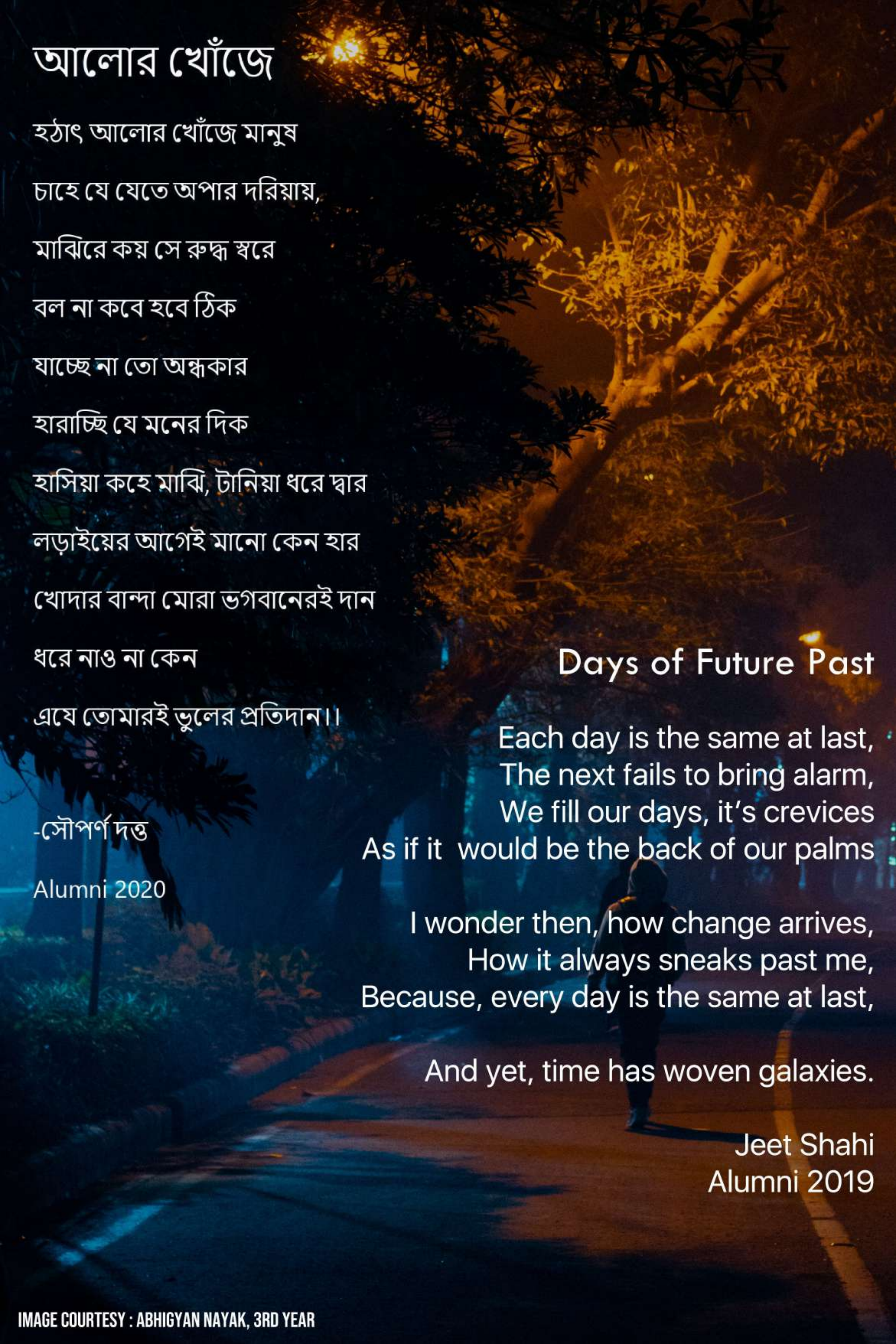

আলোর খোঁজে

হঠাৎ আলোর খোঁজে মানুষ

চাহে যে যেতে অপার দরিয়ায়,

মাঝিরে কয় সে রুদ্ধ স্বরে

বল না কবে হবে ঠিক

যাচ্ছে না তো অন্ধকার

হারাচ্ছি যে মনের দিক

হাসিয়া কহে মাঝি, টানিয়া ধরে দ্বার

লড়াইয়ের আগেই মানো কেন হার

খোদার বান্দা মোরা ভগবানেরই দান

ধরে নাও না কেন

এযে তোমারই ভুলের প্রতিদান।।

-সৌপর্ণ দত্ত

Alumni 2020

Days of Future Past

Each day is the same at last,
The next fails to bring alarm,
We fill our days, it's crevices
As if it would be the back of our palms

I wonder then, how change arrives,
How it always sneaks past me,
Because, every day is the same at last,

And yet, time has woven galaxies.

Jeet Shahi
Alumni 2019

IMAGE COURTESY : ABHIGYAN NAYAK, 3RD YEAR

Unheard Voices

Aatir Ali, 2nd Yr

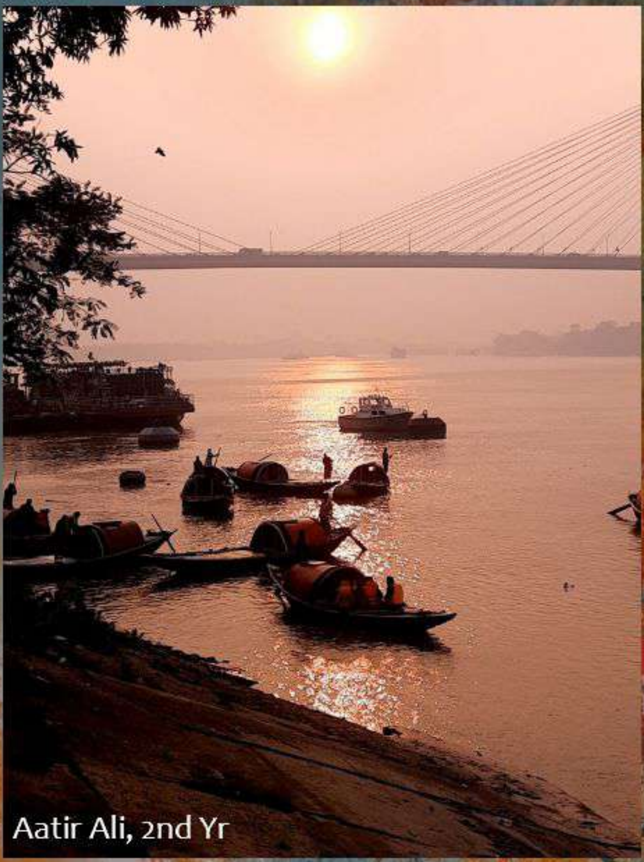
Aatir Ali, 2nd Yr

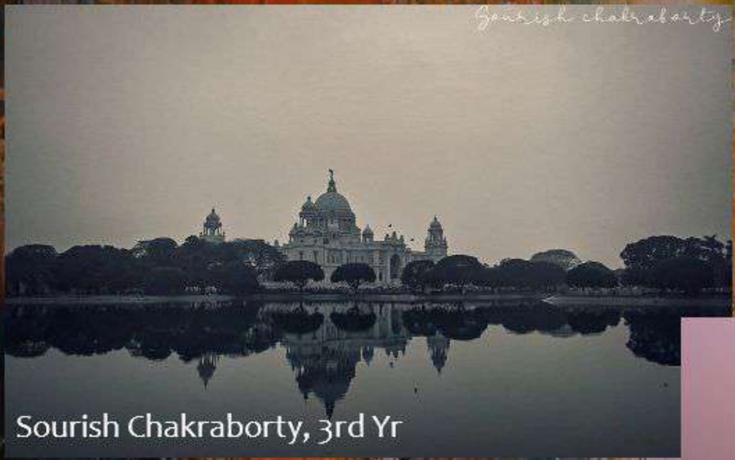
Sourish Chakraborty, 3rd Yr

Sarbeswar Rajguru, 3rd Yr

Abhigyan Nayak, 3rd Yr

Sarbeswar Rajguru, 3rd Yr

Hemanga Makhal, 2nd Yr

Aatir Ali, 2nd Yr

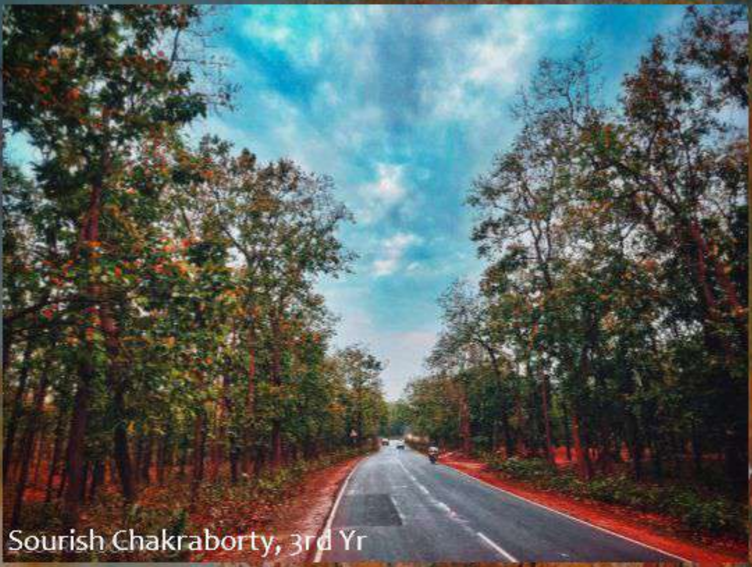
Sourish Chakraborty, 3rd Yr

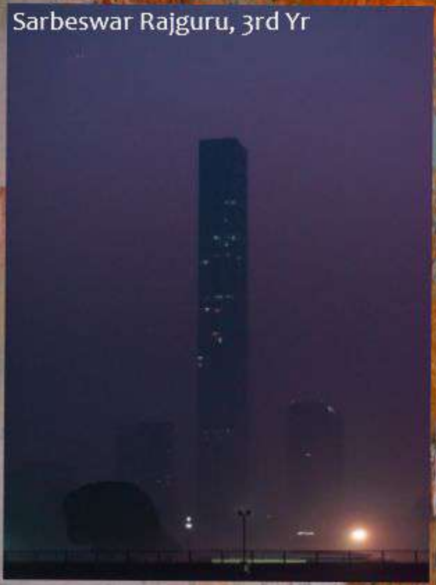
Sarbeswar Rajguru, 3rd Yr

Aatir Ali, 2nd Yr

Hemanga Makhal, 2nd Yr

Abhigyan Nayak, 3rd Yr

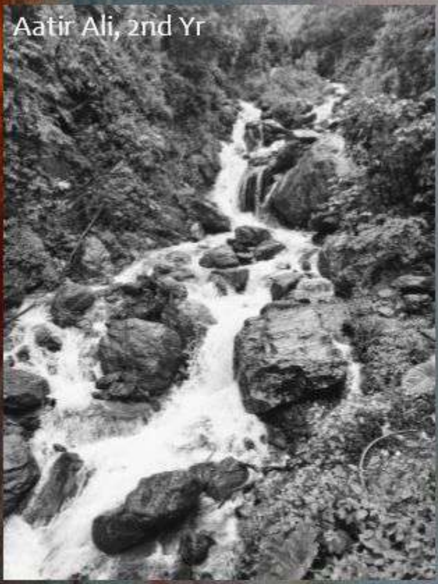
Aatir Ali, 2nd Yr

Abhigyan Nayak, 3rd Yr

C/o Canvas

Jeet Shahi
Alumni 2019

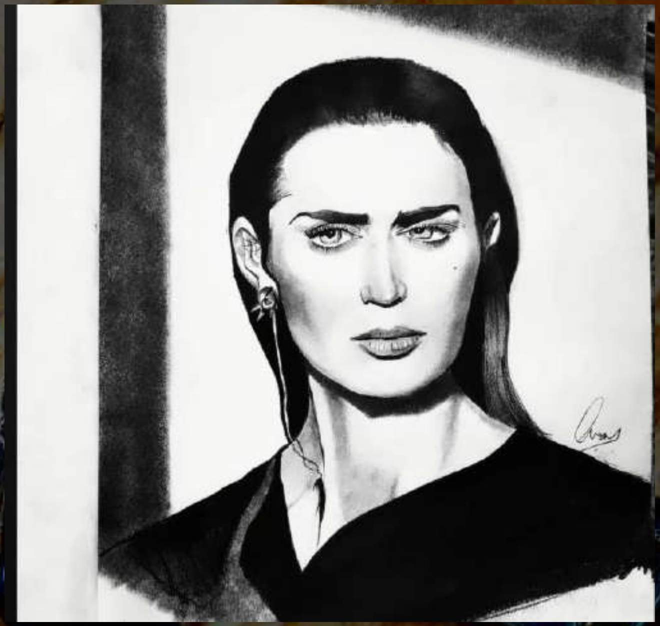

Jeet Shahi
Alumni 2019

Souparna Dutta
Alumni 2020

Souparna Dutta, Alumni 2020

Jeet Shahi ,Alumni 2019

Rashmi Mitra
Alumni 2020

Arka Pramanik
2nd Year

Sanchita Banerjee
2nd Year

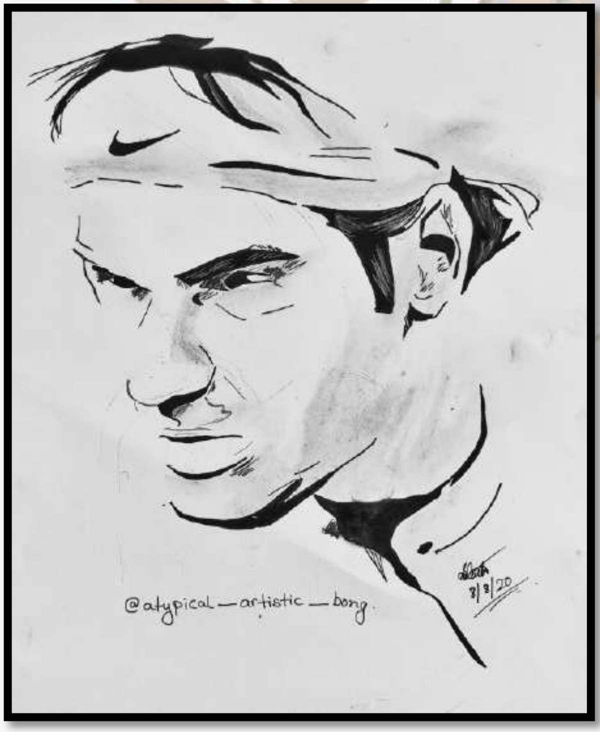

Souparna Dutta, Alumni 2020

Rashmi Mitra, Alumni 2020

আগমনীর সুরে

অযান্ত্রিক

সাথে একটু দারচিনি

উফ্ সে কি শীত! শীত পড়েছিল সেইবার, যেবার সেই গুমরিতে ভালোমাসিমার বাড়ি যাওয়া হয়েছিল। অনন্তদৃষ্টি তখন বছর ছয়েকের হবে। বেশ ভালো মনে আছে তার, মা সেই লাল হলুদে উল দিয়ে কাশ্মীরী কাজের গলাবন্ধ সোয়েটার, পায়ে জুতো মোজা, মাথায় মাঙ্কিক্যাপ পরিয়ে তবে নিয়ে গেছিলেন। ভালোমাসিমা ছিলেন বেশ এক আমুদে মানুষ। বাড়িতে পা দেওয়া থেকে মুখে সেই যে মাসিমা কমলালেবুর সরবত দিয়ে শুরু করেছিলেন, তারপরে কড়াইশুটির কচুড়ি থেকে রসে ডোবানো নতুন চালের পিঠে কিছুতেই থামেনি। শেষটায় গিয়ে মাসিমার চমক ছিল এক্কেবারে নতুন রকমের একটা মিঠাই। অনবদ্য তার পরিবেশন শ্রী, আর আহা কি খেতে! সে স্বাদ যেন আজও মুখে লেগে আছে। সব্বাই বলেছিল বটে, "আহা কি চমৎকার খেতে করেছো গো" ! মাসিমা মুচকি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "আরে না না। এইটা আমার হাতে বানানো নয় রে। এই খাবারটার কি যেন নাম..ও বাবা যুধিষ্ঠির কি যেন নাম মিঠাইটার, যেটা কালকে আনলি ব্রহ্মলোকপুর থেকে রে?" পাশের বসার ঘরের আড্ডা থেকেই গলা হাকিয়ে কি যেন নামটা বলেছিল যুধিষ্ঠির'দা তা আর মনে নেই।

অনন্তদৃষ্টির মা ছিলেন ভারী ভক্তিমতী। ছেলের নাম রাখবেন ইস্টদেবতার নামে। ওদিকে বাবা সমাজের একজন বুদ্ধিমান মানুষ, একেবারে সেকেলে নাম রাখলে তার নাক'টা উচু থাকে কি করে। তাই বহু ভেবেচিন্তে ছেলের নাম রাখা হল অনন্তদৃষ্টি; যার দৃষ্টি দূরের কিনারা চাপিয়ে অনন্ত অবধি ছুটে চলে। দেবাদিদেব মহাদেবের আরেক নাম। সেই নামের সার্থকতা বাঁচিয়ে দৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি কোনোটাই শেষ অবধি সীমান্তরেখা পেরোতে পেরেছিল কিনা সেই ছেলের তা অবশ্য বাবা শেষদিন অবধি বোঝার চেষ্টাই করে গেছিলেন। তবে ছেলে ভাবতে পারতো অগাধ। আকাশ পাতাল সে ভাবতে থাকতে পারতো। ভাবনায় চলত তার বায়োস্কোপ। শহর, বাড়ি, গ্রাম, মানুষজন, বাজারঘাট, গাড়িঘোড়ার আওয়াজ, ঠোকাঠুকি, বাইরের শব্দ, মনের ভিতরের শব্দ, কিংবা অন্তরের নিস্তব্ধতা, গাছের পাতার গা ঝাড়া দেওয়া, পাখিদের দুঃখকষ্টের কাহিনী, মাছেদের রাজনীতি, আরও কত কি। ভাবনার স্যাকরা গাড়িটা তার ছুটতে ছুটতে চলে যায় দূরের সবুজলাইন ছাড়িয়ে বারমুডা ট্রাঙ্গেল হয়ে জলের তলায় এই মরসুমে আটলান্টিসের খবর আনতে।

গেলবার শীতের মুখে একদিন দুপুরের পড়ন্ত রোদটা তখন নিভু নিভু, অনন্তদৃষ্টি হিসেবের খাতায় ছোটোখাটো অন্কগুলো মিলিয়ে নিচ্ছে, আর স্ত্রী'কে সেবারের সেই ঠান্ডা আর মাসিমার আদরের বর্ণনা শোনাচ্ছে। মনে পড়ে গেল মাসিমার ওখানে খাওয়া সেই নতুনরকম মিঠাই'র স্বাদ। নাহ্, মিঠাইটার নামটা কোনোমতেই মনে করতে পারল না। যুধিষ্ঠির'দাদার সাথে বছরকয়েক যোগাযোগ নেই। খানিক ইতস্তত করে ফোন'টা লাগিয়েই ফেলল। কিন্তু কি কান্ড দেখো! যুধিষ্ঠিরদাদার এলাহাবাদের যে ল্যান্ডলাইনের নাম্বারটা ছিল কাছে, সেটা তো বাতিল বলছে। ভালোমাসিমা চলে যাওয়ার পর থেকে দাদারা এখন সেই গুমরির পৈতৃকবাড়িতেই থাকছেন। ভালোমাসিমার শেষের দিনগুলোতে ছেলেকে কাছে পেয়ে শান্তিতে চোখ বুজেছিলেন বোধহয়। যাইহোক সে অনেক খুঁজে পেতে রাঙামাসিমার ছোটকন্যা শ্রুতকীর্তির কাছ থেকে জোগাড় হল যুধিষ্ঠিরদাদার মোবাইল ফোনের নাম্বারখানা। শুরুতে বরফ গলতে একটু সময় নিলেও যুধিষ্ঠিরদাদা যে মায়ের সুগুণ পেয়েছে সেকথা বলাই যায়। মিঠায়ের নামখানা ঠিক না বলতে পারলেও বেশ গুছিয়ে বলে দিলেন সেই ব্রহ্মলোকপুরে যাওয়ার পথের ব্যাপারে। সেখানে একবার পৌঁছে গেলে সেই মিঠাই পাওয়ায় দুষ্কর হবে না। তবে ফেরার পথে যেন একটিবার গুমরি হয়েই ফেরে সে এমন পিড়াপিড়িও করলেন।

সেই থেকেই ভাবনার শুরু অনন্তদৃষ্টির। কিসে করে যাবে, কবে যাবে, আনুমানিক কত খরচা হতে পারে পথে সবই তো তার আগে ভাবতে হচ্ছে। এই মূল্যবৃদ্ধির জমানায় মধ্যবিত্তের সস্তাতেই পুষ্টি, ওদিকে সখ তো ষোলোআনা দামী। তাই যত শিগগিরি আদ্যিকালের সুটকেসে বাবার চাদরটিকে ঢুকিয়ে বেরিয়ে পড়া যায় ততো কাছে পৌঁছনো যায় ইচ্ছেপুরণের।

তা সে ভাবতে ভাবতেই এক সময়ে অনন্তদৃষ্টি অনেকটা পথ তখন চলে এসেছে। পথটা চলছে

একটা গ্রামের মেঠো মানুষজনের গল্পগাছার মধ্যে দিয়ে। শুরুতে সে তত'টা আন্দাজ করেনি, আর চারপাঁচ'টা গাঁয়ের মতই লেগেছিল। কিন্তু খানিক পর থেকেই ব্যাপারটা ঠাহর করা যাচ্ছিলো, এ গাঁয়ে কি যেন একটা অন্যরকম। বেশ আলাদা আলাদা রকম লাগছে। প্রায় পৌনে চার ঘন্টা ভ্রু কুঁচকে চারিদিকের সব কিছু খেয়াল করে তবে গিয়ে সে টের পেল। গ্রামের লোক অতি সেকেলে গোছের, তারা বাংলা ছাড়া কিছুতে কথা বলে না। গাঁয়ের ছেলে থেকে বুড়ো, মেয়ে বউ সবাই শুধু বাংলায় কথা বলে। সফিকুল খুড়ো দাওয়ায় শুয়ে আকাশপানে চেয়ে চেয়ে সামনের পৌষের ধান ওঠার দিন গোনে, "মেরে কেটে আর দিন পনেরো হবে!" ছোট্ট মেয়ে নয়নতারা দিদিমার কোলে ভূতের গপ্পো শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে, সে ভূতেরা বাংলায় ভয় দেখাতো। তাঁতিবউ কাঁদে, মেয়ে বিয়ে দেওয়ার পয়সা নেই বলে দুঃখ করে, সেও বাংলাতে। কিনুগোয়ালার দুই'খানা গরু এবার বকনা বাছুর দিয়েছে, একজন নাকি ধবধবে সাদা, আরেকজন নাকি কুচকুচে কালো । যাওয়ার পথে আক্রম মাঝির সাথে দেখা হতেই খুলে বলছে আনন্দের কথা, বাংলাতেই। মাঝি যাচ্ছিল পদ্মদীঘির হাটে মাটির কলসী বেচতে। "ওদের একজনের নাম রাইখেনে ধবলি, আর একজনের নাম রাইখেনে কাজলি", এই বলে মাঝি আবার দাঁড় বাইলো। ধরলো নদীর গান, সে গানও বাংলায়। ওদিকে নারদ বোষ্টমী রটিয়ে বেড়াচ্ছে গাঁয়ের ইস্টদেবতার নিশ্চয়ই ঠান্ডা লেগেছে বলেই এমন মহামারির প্রকোপ। সে রটনায় সত্য থাকুক বা মনের ভুল, সবটাই ছিল বাংলায়। তবে মন্দিরের কুলপুরোহিত ঝগড়া বাঁধিয়েছে সেই থেকেই যে যত রাজ্যের ছোট জাত, অজাত কুজাত'কে মন্দিরে ঢুকতে দিয়েই এমন অনর্থ হচ্ছে, নইলে দেবতার গায়ে শীতের চাদরের তো অভাব ছিল না যে এমন ধারা কান্ড হবে! সেই ঝগড়া থামাতে ফিরিঙ্গী বাবু ধরলেন কবিগান , তাও আবার বাংলায়। সেই গান শুনে নারদ বোষ্টমীও চেঁচিয়ে ওঠে "সাধু সাধু"। সেই ফিরিঙ্গীর সব চাইতে মনের লোক ছিল দয়ালঠাকুর, বুড়ো শিবের থানের পিছনে সজনে গাছের পাশে তার কুঁড়ে। এমন কোনো দেবতা ছিল না যার গল্প সে জানত না। ফিরিঙ্গী সেই পুরাণের গল্পের লোভে পড়ে থাকত সেইখানে। বাংলাতেই চলতো সেই পদ্মপুরান পাঠ। দয়ালঠাকুরের সেই গল্পের লোভ ছিল আরেকজনেরও , বাগদী বুড়ির ল্যাংটো হাঁড় গিলগিলে নাতিটার। বুড়ি খেতে ডাকলেই সে ছুটে পালাত। বুড়ির সেই ডাকও ছিল বাংলায়।

বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল ভাবতে ভাবতেই অনন্তদৃষ্টির এদের মাঝে । কিন্তু ব্রহ্মলোকপুর যাওয়ার রাস্তাটা কার কাছ থেকে জানা যায় ভাবতে ভাবতেই ফিরিঙ্গীবাবুর সাথে দেখা সদাগরের চা'য়ের ঠেকে। বেশ করে চা বিস্কুট খাইয়ে একটু ইংরীজীতেই জানতে চাওয়া বেশ মানানসই হবে বলে মনে করল সে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। অনন্তদৃষ্টি গলা'টা একটু ঝেড়ে নিয়ে বলে উঠলো, "স্যার , হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট ব্রহ্মলোকপুর ? মাই কাজিন ব্রাদার গেভ মি দিস অ্যাড্রেস। উড ইউ কাইন্ডলি চেক অ্যান্ড হেল্প মি আউট? আই থিন্ক আই অ্যাম লস্ট স্যার"। ফিরিঙ্গীবাবু যে বিশেষ করে কিছু আল্হাদিত হলেন সেই ইংরিজী আলাপে তা বোঝা গেল না, তবে মুখের হালকা হাসি অক্ষুন্ন রেখেই বুঝিয়ে বলে দিলেন কোন পথে গেলে ব্রহ্মলোকপুরের পথ মিলবে, সুন্দর জড়তাহীন বাংলায়।

তারপর রঙ্গরাজ মাহুত যেখানে এসে নামিয়েছিল সেইখান থেকে একখানা বাস। সোজা এসে দ্বারকাপুর স্টেশন। ফিরিঙ্গীবাবুর বলা সময় মতই ট্রেন এসে দাঁড়াল। ট্রেনে উঠে টানা সাড়ে তিন ঘণ্টার ঘুম, আর ঘুম থেকে উঠে হট কফি সাথে টাটকা বা বাসি প্যাটিসে কামড় বসাতে বসাতেই ট্রেন এসে হাওড়ায় মাথা গুজলো। এবার একটা ওলা বা উবের যা হোক একটা ধরলেই হয়। কিন্তু পকেটের কথা ভেবে একটা হলুদ ট্যাক্সিই নেওয়া ঠিক বলে মনে হল।

ট্যাক্সির জানালায় দেখা শহরটা বেশ স্মার্ট। সবাই বেশ "সময় নেই, সময় নেই" বলে ছুটছে সময় বাঁচাতে। কাজ যাই হোক না কেন, কাজের পরিমাপ বোঝা যায় মুখের গম্ভীর্যে। এখানে সবাই হিন্দি, ইংরিজী, গুজরাটী, মারাঠী যে যেমন ভাষায় পারছে বেশ কথা বলছে। বাংলাটা প্রায় না বলতে পারার মতোন করেই বলছে যারা একটু সভ্য। আর যতসব খেটে খাওয়া ছোটোলোক ভরে আছে শহরের আনাচে কানাচে তারা বাঁচে বাংলায়, কিন্তু সে হল অসভ্য বাংলা। তবে তাদের এখানে কেউ মানুষ বলে মনে করে না, এটাই যা শান্তির কথা।

অনন্তদৃষ্টি দু'চোখ ভরে ভাবছে, ভাবছে আর ভাবছেই, কি অবাক করা সুন্দর শহরটা । ভাবতে

ভাবতেই হলুদ ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো পাঁচতলা সমান উচু ঝাঁ চকচকে দোকান, থুরি শপিং মলের সামনে। ট্যাক্সি থেকে নেমে বাবার চাদরখানা একটু স্ট্যাইল করে গায়ে টেনেই ঢুকে পড়ল সেখানে। সামনে ঢুকেই একখানা বেশ খাসা খাবারের দোকান চোখে পড়ছে। অনন্তদৃষ্টি গটগটিয়ে এগিয়ে গেলো সেই দিকে। বেশ বিদেশী টানে দোকানের নাম লেখা, 'বোন্ আপেটিট্', ফরাসী ভাষায় যার মানে দাঁড়ায় "ভালো করে খাবেন"। দোকানের সাথে মানানসই, বেশ একটা সভ্য কায়দাতেই সে জিজ্ঞেস করলো, "হোয়াটস্ ইয়োর স্পেশাল ইউ ক্যান অফার?" কচি মুখের ছোকরা দারুণ খোদ্দের সামলাতে পারে বলতে হবে। কি সুন্দর পরিষ্কার ইংরিজিতে গড়গড় করে, মুখে আলতো হাসি রেখে বলে চলল, " প্লীজ লেট মি শো ইউ দা টেবিল ফার্স্ট স্যার। আওয়ার বয় উইল কাম সুন টু টেক ইয়োর অর্ডার।" ছেলেটি টেবিলে বসিয়ে তবে গেল।

অনন্তদৃষ্টির বেশ দারুণ লাগছে। কাচের দেওয়ালের ওপার থেকে শহরের কত আদব কায়দা তার ভাবনার ক্যানভাসে আঁক কাটছে। ইতিমধ্যেই এক আধবয়সী বয় এলো অর্ডার নিতে। মেনুকার্ডের খাদ্যতালিকায় ইংরিজী, ফরাসি, ইতালিয়ান রকমারিতায় নাকুনিচুবুনি খেয়ে শেষটায় পকেটসাশ্রয়ী কিছু অর্ডার দেওয়াই ঠিক হবে বলে মনস্থির করা গেল। আধবুড়ো বয়, "সিওর স্যার" এর সম্মতি জানিয়ে খাবার আনতে চলে গেল। অনন্তদৃষ্টি আবার চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে, আহা কি বাহার আধুনিকতার। নারী-পুরুষের সমতা এখানে এতই বেশি পায়ের জুতো থেকে চুলের ছাঁট কোনো কিছুতেই আলাদা করে চেনা যায় না তাদের। এখানে তারা সবাই স্মার্ট ওয়ার্কের চাপ থেকে কোনোমতে বেঁচে যাচ্ছে এক বুক সিগারেটের ধোঁয়ায়। বাচ্চাকাচ্ছা'গুলোও কি স্মার্ট এখানে, বাপরে! মায়ের কোলে কোলে আর ঘোরে না তারা। ওদিকে মায়েরাও নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থেকে একটু আধুনিক হতে পারছে বেশ। এমন সব নানারকম উন্নত জীবনের কাহিনী নিয়ে গল্পটা চলছিল, তখন আধবুড়ো বয় খাবার নিয়ে হাজির। খাবারের পরিবেশনাতেই মনটা দারুণ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। দেখেই এক পলকে চিনতে পেরেছে অনন্তদৃষ্টি। এ যে সেই মাসিমার বাড়ির মিঠাই! চামচে কেটে এক কামড় মুখে দিতে না দিতেই, উফ্! সেই স্বাদ। তৃপ্তি, পরিতৃপ্তি, আনন্দ, উত্তেজনায় এইবার একেবারে বাংলাতেই বলে বসল, "এটা কি মিঠাই গো?সেই কত যুগ আগে খেয়েছিলাম। আজও মুখে স্বাদটা লেগেছিল।" পাশে তখনও বয় লোক'টা টেবিল গুছিয়ে দিচ্ছিল। বয়'ও একটু যেন হাফ ছেড়ে বাংলাতেই বললে, "এটা স্যার নারকেল দেওয়া পিঠেকেক, সাথে একটু দারচিনি দেওয়া থাকে, কোকোনাট সিনেমন প্যানকেক। হ্যাপি নিউ ইয়ার স্পেশাল পাওয়া যায় শুধু। হ্যাপি নিউ ইয়ার স্যার। ভালো করে খাবেন। "

- সুবার্তা
Alumni 2021

নির্দেশনায় :-

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

Faculty Co-ordinator of Mechatrix,
অযান্ত্রিক

সম্পাদনায় :-

সৌপর্ণ দত্ত

Alumni ২০২০

গ্রাফিক ডিজাইন ও সংযোজনে :-

অভিজ্ঞান নায়ক

৩য় বর্ষ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :-

সুবার্তা হালদার ,Alumni ২০২১

জিৎ শাহি ,Alumni ২০১৯

মহম্মদ হাসনুজ্জামান ,Alumni ২০১৯

রাশ্মি মিত্র ,Alumni ২০২০

সৌভিক শাসমল ,৩য় বর্ষ